দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

052

পাঠ্যবইসম্পর্কেটেক্সটবুক বোর্ডের বক্তব্য

বিগত ১৯শে পৌষ, ১৩৯৪, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৮ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় "যথাসময়ে উত্তম পাঠ্যবই দিন" শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত সম্পাদকীয়তে উপস্থাপিত বিষয়ের ওপর অত্র বোর্ডের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

পাঠ্যবইয়ের দাম বাড়ানো প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে "পুরাতন বই পুরাতন মূল্যে এবং নতুন বই বর্ধিত মূল্যে বাজারে ছাড়া উচিত" বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা যথার্থ ও সমর্থনযোগ্য এবং তা অত্র বোর্ডেরও নীতি। ইতিমধ্যে টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক পুরাতন বই পুরাতন মূল্যে এবং নতুন বই বর্ধিত মূল্যে বাজারে ছাড়ার জন্য বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিকে যথারীতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে গত বছরের অবিক্রিত পুরাতন বইও কাগজের বর্ধিত মূল্যের হিসাবে নতুন বইয়ের দামে বিক্রি করার কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর দৃষ্টান্ত অনুসরণে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পাঠ্যপুস্তকেরও দাম বাড়ানো হয় বলে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা-ও সঠিক নয়। এর কারণ, পাঠ্যপুস্তকের দাম, মুদ্রণ, বাঁধাই ও কাগজের মূল্য ইত্যাদি খরচ হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পাঠ্যবইয়ের কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই ইত্যাদি যে কোন একটির মূল্য বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবে পাঠ্যবইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গত বছর নিউজ প্রিন্টের দাম শতকরা ২৫% এবং বুক প্রিন্টের দাম শতকরা ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যান্য খাতেও অনুরূপভাবে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু পাঠ্যবইয়ের কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সাকুল্য হিসাবে পাঠ্যবইয়ের মূল্য শতকরা ৮% বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকাশক সমিতি অন্যান্য খাতে খরচ বৃদ্ধির কথা বলে মূল্য নির্ধারণ করতে চাপ সৃষ্টি করলেও বলা বাহুল্য, কস্টিং করে প্রকৃত যে দাম আসে তার থেকে পাঠ্যপুস্তকের দাম বরং কিছু কমই রাখা হয়েছে। তাই ফর্মা প্রতি ৮ পয়সা বৃদ্ধির যে কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পাঠ্যবইয়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে কখনও বইয়ের দাম ঠিক করা যায় না তাতে একই বছরে বইয়ের দাম দু'রকম হয়ে যেতে পারে। এজন্য শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এ কাজটি করতে হয়।

বিসিআইসি কাগজের মূল্য টন হিসেবে বৃদ্ধি করেছে একথা ঠিক। কিন্তু বইয়ের মূল্য নির্ধারণের বেলায় টন নয়, রীমের দাম হিসাব করতে হয়— এটাই গাণিতিক নিয়ম।

এ বছরের ভয়াবহ বন্যা এবং গত নভেম্বর মাস থেকে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের বিতরণ ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ কাজও প্রায় শেষ। বর্তমানে বই বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। আশা করা যায়, অতিসত্বর মাধ্যমিক স্তরের বেশির ভাগ বই বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে। বোর্ডের বইয়ের মুদ্রণ মান উন্নত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। বোর্ডের বর্তমান বইগুলোর মান কয়েক বছর আগের বই-এর তুলনা করলেই প্রমাণ মিলবে।

পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ মান উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে হস্তচালিত মুদ্রণ যন্ত্র বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ফটো কম্পোজ, অফসেটে ছাপা ইত্যাদি ইতিমধ্যে যথারীতি ব্যবহৃত হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকের তথ্যগত, তত্ত্বগত ও মুদ্রণগত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য অত্র বোর্ডের নিয়মানুযায়ী বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণী শিক্ষক ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রতি বছর

৪-এর পাতায় দেখুন

বই সম্পর্কে বক্তব্য

৫-এর পাতার পর

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের পূর্বে রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও পণ্ডিতদের দ্বারা সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের পাঠ্যবইয়ের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

অত্র বোর্ডের এই বক্তব্য প্রকাশের পর সকল মহলের সকল ভুল ধারণার নিরসন হবে বলে আমরা আশা করি।

—সুফী মোতাহার হোসেন,
প্রধান সম্পাদক,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড,
ঢাকা।